সমাসোক্তি

উপমেয়ের উপরে উপমানের ব্যবহার আরোপ করা হলে সমাসোক্তি অলংকার হয়। উপমানের ব্যবহার উপমেয়ে আরোপিত হলেও উপমানের কোনো উল্লেখ থাকে না।

বিষয়টিকে বিশদ করা যাক সচেতন উপমানের আচরণ বা ব্যবহার অচেতন উপমেয়ে আরোপিত হতে পারে ; আবার অচেতন উপমানের আচরণ বা ব্যবহার সচেতন উপমেয়ে আরোপিত হতে পারে ; উভয় ক্ষেত্রেই সমাসোক্তি অলংকার হয়। যেমন :

সারা রাত ধরে বিনিদ্র চাঁদ
জেগেছিল শিয়রে তোমার। —প. মা

এখানে অচেতন উপমেয় চাঁদে সচেতন জীবের আচরণ 'জেগে থাকা' আরোপিত হয়েছে। উপমান জীবের কোনো উল্লেখ না থাকলেও তার একটি আচরণ 'জেগে থাকা' অচেতন চাঁদে আরোপিত হয়েছে।

অথবা

তোমার জীবন থেকে একদিন
ঝরে যাব অনাদরে জানি। —প. মা

এখানে উপমেয় আমি সচেতন কিন্তু তার উপরে অচেতন উপমান ফুল বা পাতার আচরণ 'ঝরে যাওয়া' আরোপিত হয়েছে।

অচেতন উপমেয়ে সচেতন উপমানের আচরণ আরোপিত :

(ক) নয়নে তব, হে রাক্ষস পুরী
অশ্রুবিন্দু ; মুক্তকেশী শোকাবেশে তুমি,
ভূতলে পড়িয়া হায়, রতন মুকুট,
আর রাজ আভরণ, হে রাজ-সুন্দরী,
তোমার ! উঠগো শোক পরিহরি, সতি ! —মধুসূদন দত্ত

উপমেয় অচেতন রাক্ষসপুরীর উপর সচেতন উপমান ক্রন্দনরতা নারীর ব্যবহার আরোপিত হয়েছে।

Scanned with CamScanner

(খ) বসুন্ধরা, দিবসের কর্ম অবসানে,
দিনান্তের বেড়াটি ধরিয়া, আছে চাহি
দিগন্তের পানে। —রবীন্দ্রনাথ

উপমেয় বসুন্ধরা অচেতন হলেও উপমান চেতন নারীর স্বভাব বা আচরণ আরোপিত হয়েছে।

(গ) ধীরে ধীরে প্রভাত উঠিয়া এসে
শান্তদৃষ্টি চাহে তোমা পানে ; সন্ধ্যাসখী—ভালবেসে
স্নেহ-করস্পর্শ দিয়া সান্ত্বনা করিয়ে চুপেচুপে
চলে যায় তিমির মন্দিরে ; রাত্রি শোনে বন্ধুরূপে
'গুমরি' ক্রন্দন তব রুদ্ধ অনুতাপে ফুলে ফুলে। —রবীন্দ্রনাথ

উপমেয় অচেতন প্রভাত, সন্ধ্যা ও রাত্রির উপরে চেতন উপমান মানবীর আচরণ আরোপ করায় সমাসোক্তি হয়েছে।

(ঘ) নামে সন্ধ্যা তন্দ্রালসা সোনার আঁচল খসা
হাতে দীপশিখা। —রবীন্দ্রনাথ

উপমেয় সন্ধ্যা অচেতন কিন্তু তার উপরে চেতন উপমান নারীর আচরণ, লিঙ্গ এবং বিশেষণ আরোপ করা হয়েছে।

(ঙ) ত্বরিত পদে চলেছে গেহে,
সিক্তবাস লিপ্ত দেহে
যৌবন-লাবণ্য যেন লইতে চাহে কেড়ে। —রবীন্দ্রনাথ

উপমেয় অচেতন সিক্তবাস (বস্ত্র) চেতন উপমান নায়কের আচরণে সজীবতা লাভ করেছে।

(চ) হেথা সুখ গেলে—
স্মৃতি একাকিনী বসি দীর্ঘশ্বাস ফেলে
শূন্যগৃহে। —রবীন্দ্রনাথ

উপমেয় অচেতন স্মৃতিতে উপমান চেতন নারীর আচরণ আরোপিত।

(ছ) ঊর্ধ্বে আকাশে তারাগুলি, মেলি অঙ্গুলি
ইঙ্গিত করি তোমা পানে আছে চাহিয়া
নিম্নে গভীর অধীর মরণ উচ্ছলি
শত তরঙ্গে তোমা-পানে উঠে ধাইয়া। —রবীন্দ্রনাথ

অচেতন উপমেয় তারাগুলি এবং গভীর অধীর মরণ—এ চেতন উপমানের মানবিক আচরণ আরোপিত হয়েছে।

Scanned with CamScanner

উপমেয় অচেতন পদ্মপত্রের ওপর চেতন উপমানের আচরণ আরোপিত ।

চেতন উপমেয়ে অচেতন উপমানের আচরণ আরোপিত

(ক) ফুটিব, প্রিয়, তোমার আলোর
ফুটিব, আমি নারী
তোমার দোলায় থাকিয়া থাকিয়া
উঠিব, মর্মরি ।

চেতন উপমেয় আমি (নারী)-তে অচেতন উপমানের আচরণ ফুল ফোটা ও পাতা মর্মরিত হওয়া আরোপিত ।

(খ) কার এত দিব্যজ্ঞান,
কে বলিতে পারে মোরে নিশ্চয় প্রমাণ

পূর্বজন্মে নারীরূপে ছিলে কিনা তুমি
আমারি জীবন বনে সৌন্দর্যে কুসুমি
প্রণয়ে বিকাশি ? —রবীন্দ্রনাথ

উপমেয় চেতন তুমিতে উপমান অচেতন লতার আচরণ আরোপিত।

(গ) চলে গেছ, তবু মোছে নি কিছুই
সাজানো আস্তরে আদরে,—
হে প্রিয়া তোমার সৌরভটুকু
ছড়ানো এখনো এ ঘরে। —শুদ্ধসত্ত্ব বসু

উপমেয় চেতন প্রিয়ায় অচেতন উপমান পুষ্পের গুণের আরোপ করা হয়েছে।

রূপক ও সমাসোক্তির তুলনা

সমাসোক্তি এবং রূপককে বাইরের দিক থেকে প্রায় একরকম মনে হয়। কিন্তু উভয়ের মধ্যে পার্থক্য আছে যথেষ্ট।

রূপকে উপমেয়ের উপর উপমানের অভেদ রূপ আরোপিত হয়। কিন্তু সমাসোক্তিতে উপমেয়ের উপর উপমানের অভেদরূপ আরোপিত না হয়ে, আরোপিত হয় উপমানের ব্যবহার বা আচরণ। রূপকে উপমানের স্পষ্ট উল্লেখ থাকে কিন্তু সমাসোক্তিতে উপমানের উল্লেখ থাকে না, তার ব্যবহারের উল্লেখের দ্বারা উপমানটিকে বুঝে নিতে হয়।

বসুন্ধরা বসিয়া আছেন এলোচুলে
দূরব্যাপী শস্যক্ষেত্রে জাহ্নবীর কূলে
একখানি রৌদ্রপীত হিরণ্য অঞ্চল
বক্ষে টানি দিয়া ; স্থির নয়ন যুগল
দূর নীলাম্বরে মগ্ন ; মুখে নাহি বাণী। —রবীন্দ্রনাথ

সমাসোক্তি অলংকার ; কারণ উপমেয় বসুন্ধরা অচেতন বস্তু কিন্তু তার উপরে নারীর (উল্লেখ নেই, তার আচরণ এলোচুলে বসেথাকা ইত্যাদিতে অর্থ বোঝা যায়) আচরণ আরোপিত হয়েছে।

কিন্তু যদি বলি :

বিশ্ব-নারী বসিয়া আছেন এলোচুলে
দূরব্যাপী শস্যক্ষেত্রে জাহ্নবীর কূলে
একখানি রৌদ্রপীত হিরণ্য অঞ্চল
বক্ষে টানি দিয়া ; স্থির নয়ন যুগল
দূর নীলাম্বরে মগ্ন ; মুখে নাহি বাণী।

এখানে বিশ্ব-নারী কথাটিতে রূপক সৃষ্টি হয়েছে। উপমেয় বিশ্বকে উপমান নারীর সঙ্গে অভেদ রূপে কল্পিত হয়েছে, এবং উপমান দ্বারা ক্রিয়া চালিত হচ্ছে।

Scanned with CamScanner